সংবাদ

তারিখ ... 16 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ ...

লালমনিরহাট কালমাটি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

নিয়োগ কোন্দলে বিদ্যালয়ের সভাপতিকে পিটিয়ে আহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, লালমনিরহাট

লালমনিরহাটের খুনিয়াগাছ ইউনিয়নের কালমাটি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জেরে ওই বিদ্যালয়ের জমিদাতা সদস্য ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি ইরশাদুল হক বকুলকে (৫২) বেদম পিটিয়েছে নিয়োগ বঞ্চিতরা। গত শনিবার দুপুর ১টার দিকে সদর উপজেলার কালমাটি আনন্দবাজার এলাকায় প্রকাশ্য এ ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় ইরশাদুল হক বকুলকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে। প্রত্যক্ষদর্শী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আহতের পরিবার সূত্র জানায়, সম্প্রতি কালমাটি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শূন্য ও নবসৃষ্ট পদে ৫ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়। ওই বিদ্যালয়ে স্থানীয় শহিদার রহমানের পুত্র আবদুল মজিদ ও তার লোকজন 'সামাজিক বিজ্ঞান' বিষয়ের জন্য সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দাবি করে আসছিল। পক্ষটি শিক্ষক নিয়োগে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ইরশাদুল হক বকুল ও প্রধান শিক্ষক নায়েব আলী মিয়ার বিরুদ্ধে মোটা অঙ্কের ডোনেশন নেয়ার অভিযোগ তুলে বিদ্যালয় সভাপতির কাছে ৪/৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। কমিটির সভাপতি চাঁদার টাকা দিতে অপারগতা জানায়। গত বৃহস্পতিবার কয়েকজন ওই চাঁদার টাকা না দিলে প্রকাশ্যে সভাপতিকে পেটানোর ঘোষনা দেন। খুনিয়াগাছের কালমাটি এলাকার নিজবাড়ী থেকে শনিবার দুপুর ১টার দিকে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ইরশাদুল হক বকুল স্থানীয় আনন্দবাজারে নিজস্ব মার্কেটে 'চা' খেতে যান। খবর পেয়ে সন্ত্রাসী চক্রটি ঘটনাস্থলে গিয়ে কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই সভাপতি বেদম মারপিট শুরু করে। এক পর্যায়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সন্ত্রাসীদের এলোপাতারি মারপিটে শরীরে বিভিন্ন স্থানে আঘাত পান বকুল। তবে শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুই চোখেই আঘাত পেয়েছেন। কালমাটি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের জমিদাতা ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি ইরশাদুল হক বকুল বলেন, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে কোনো ডোনেশন ছাড়াই ওই বিদ্যালয়ে ৫ জন মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ দেই। একটি পক্ষ নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে সামাজিক বিজ্ঞান পদে একজন শিক্ষক নিতে দাবি করে আসছিল। অপর একটি পক্ষ শিক্ষক নিয়োগে মোটা অঙ্কের ডোনেশন নিয়েছি দাবি করে আমার কাছে ৪/৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছে। এসবে সায় না দেওয়ায় স্থানীয় নেল্লাহ মাহমুদের ছেলে শহিদার রহমান, তার ছেলে আবদুর রহমান, আবদুর রাজ্জাক বুদু, আবদুল মজিদ ভোলা, ওয়াহেদ আলীর ছেলে সফিকুল ইসলাম বেঙা, জনাব আলীর ছেলে আসাদুল হক বাদলসহ অজ্ঞাত ১৮/২০ জনের একটি সন্ত্রাসী চক্র হায়েনার মতো আমার ওপর হামলা চালায়।

এদিকে হামলাকারীদের সাথে যোগাযোগ করা হলে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতির কাছে চাঁদার টাকা দাবির কথা তারা অস্বীকার করেন। তাদের মধ্যে শহিদার রহমান বলেন, 'আমার ছেলে আবদুল মজিদ ভোলাকে সামাজিক বিজ্ঞানে নিয়োগ দেয়ার কথা বলে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ইরশাদুল হক বকুল ও প্রধান শিক্ষক নায়েব আলী মিয়া ১০ লাখ টাকা ডোনেশন নেন। এখন তারা টাকা ফেরত দিচ্ছে না, ছেলেকে নিয়োগও দিচ্ছেন না। টালবাহানা করছেন। বেদম মারপিটের কথা অস্বীকার করে তিনি আরো বলেন, শুনেছি ছেলেদের সাথে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতির সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে। লালমনিরহাট সদর থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম মাহফুজুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'এ ঘটনায় অভিযোগ দিলে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।'